প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সিপিআরডি'র আলোচনা সভায় কয়লা এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্পূর্ণ অপসারণের দাবি জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ!

আজ ২৯ নভেম্বর, ২০২১ সোমবার সকাল ১১ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা- এর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কনফারেন্স হলে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি) এবং কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিসিডিবি, সিডিপি, ইপসা, মালেয়া ফাউন্ডেশন, এসডিএস, ক্যানসা-বাংলাদেশ - সহ কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে UNFCCC -এর ২৬ তম জলবায়ু সমঝোতা সম্মেলনের (COP-26) পরবর্তী পর্যালোচনা ও নাগরিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ এর সভাপতি জনাব ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহম্মেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিআরডি'র প্রধান নির্বাহী জনাব মো: শামসুদ্দোহা, অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. নুরুল কাদের, বাংলাদেশ পরিবেশ সংবাদিক ফোরামের সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্ণালিষ্ট ফোরামের সভাপতি জনাব কাওসার রহমান , সিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব জাহাঙ্গির হাসান মাসুম, সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক নিখিল চন্দ্র ভদ্র, কোস্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব সৈয়দ আমিনুল হক সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সংগঠনের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব ড. খালিকুজ্জামান বলেন, আমাদের নীতি নির্ধারকগণ বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের দূর্গত মানুষের সমস্যাগুলো দেখেন না। মাঝেমধ্যে দেখা যায় তারা কিছু লোকজন প্রেরণ করেন দূর্গত অঞ্চলে এবং সেখান থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। যার ফলে তাদের কথাগুলো সাধারণত হৃদয় থেকে আসেনা এজন্যই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আকাঙ্খার বাস্তবায়ন হতেও দেখা যায় কম এবং এটির নেতিবাচক প্রভাবও আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালায় লক্ষ্য করি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন এখন পর্যন্ত বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে, এর নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে আমরা দেখছি বহু অঞ্চলে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নেমে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, আর যদি আমরা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে না পারি এবং এটিকে ১.৫ এর স্থলে যদি ২ ডিগ্রি ঘোষণা করা হয় তাহলে সেটি অনেক অঞ্চল এবং দেশের জন্য মৃত্যু দন্ড ঘোষণারই নামান্তর হবে। সকল পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এই শতাব্দির শেষে গিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব না, কাজেই এখন থেকেই বিশ্বসম্প্রদায়কে কার্বন নির্গমন কমানোর পাশাপাশি ব্যাপকভাবে অভিযোজন পরিকল্পনা, প্রযুক্তি এবং দক্ষতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে জনাব শামসুদ্দোহা বলেন, "অনেক সীমাবদ্ধতা এবং সমালোচনা থাকলেও 'কপ-২৬' এ অনেকগুলো ভালো অর্জনও আছে। এবারের 'কপ' জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নতুন কিছু আশার আলো নিয়ে এসেছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের একমত হওয়ার বিষয়টিকে নতুন পথচলার সূচনা বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আইপসিসি'র রিপোর্ট-৬ প্রকাশিত হওয়ার পর পরই ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে সীমবদ্ধ রাখার বিষয়ে আমাদেও দীর্ঘ দিনের দাবিটি আরও দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে। আমাদের বিভিন্ন গবেষণা, বক্তব্য এবং দাবির ফলাফল হিসাবেই কপ-২৬ এ এটি আদায় হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সঠিক হারে কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে ব্যর্থ হলে সকল প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগই বিফলে যেতে পারে। ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রাকে সীমাবদ্ধ রাখতে কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণের সময় বয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে আনুপাতিক হারে নির্গমন হ্রাসকরণের বিষয়ে অঙ্গীকার চান এবং এটিকে একটি 'লিগ্যালি বাইন্ডিং এ্যাগ্রিমেন্ট' এর আওতায় আনার দাবি জানান। এবারের কপে আমাদের অন্যতম একটি বড় চাওয়া ছিলো কয়লার ব্যবহার বন্ধে একটি "ফেইস আউট টাইম ফ্রেইম" নির্ধারণ করা, কিন্তু ভারত, চীন সহ কয়েকটি দেশের বাধার ফলে এটি আমরা অর্জন করতে পারিনি। তিনি ২০৫০ সালের মধ্যে কয়লার ব্যবহার সহ সকল জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধের জোরাল দাবি জানান। তিনি বাংলাদেশের অভিযোজন পরিকল্পনা গুলোকে আঞ্চলিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বাস্তবায়নের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং একই সাথে অভিযোজন পরিকল্পনা গুলো 'বটম আপ এপ্রোচ' মেনে তৈরি করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
ড. নুরুল কাদের বলেন, এরই মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.১ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবার নেতিবাচক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেই COP-26 এ বিশ্ব পক্ষ্য গুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত হয়েছেন, এটি পৃথিবীর ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষদের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের পথকে প্রসারিত করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বর্তমান বাস্তবতা দেখে মনে হচ্ছে ১.৫ ডিগ্রি

সেলসিয়াসই অনেক বেশি , বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির বেশি হতে দেবার কোন সুযোগ নেই, এখন থেকেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সর্বাত্বকভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। CVF এর সক্রিয় ভূমিকার বিষয়ে তিনি বলেন, এই বছর CVF মোটামুটি সক্রিয় ছিল কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্ল্যাটর্ফম হিসাবে CVF কে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনাব কামরুল ইসলাম বলেন, আমরা এবারের কপে অংশ নিয়েছিলাম মূলত কয়লার 'ফ্যাইস আউট' এর একটি নিদ্রিষ্ট সময়সীমা পাবার আসায় কিন্তু ভারত, চীন সহ কয়েকটি দেশের বাধা দিয়ে কয়লার 'ফ্যাইস ডাইন' নীতি গ্রহণে বাধ্য করলেন। এই দেশগুলো মূলত তাদের হীন আর্থিক লাভের কথা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বকে একটি বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বলেন আগামীর COP গুলোতে এ ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন আমাদের দেশের নেগোশিয়েটরদের মাঝে সবজান্তা সাজার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্ত কার্যক্ষেত্রে তাদের সেই পান্ডিত্বের প্রতিফলন দেখিনা।

জনাব কাউসার রহমান অভিযোগ করে বলেন, COP প্রক্রিয়াটিকে আস্তে আস্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক নানা তাগিদ এবং সাজেশন্সকে পাশকাটিয়ে যাবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরির্বতে সাহায্যের নামে ঋণ প্রদান এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরির পায়তারার বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সজাক দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

সুন্দরবন ও উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক নিখিল চন্দ্র ভদ্র বলেন COP-26 এ উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের চাওয়ার যথাযথ প্রতিফলন হয়নি। উপকূলের জন্য আরও সুনিদ্রিষ্ট অভিযোজন পরিকল্পনা নিতে হবে বলেও তিনি উল্লেক করেন। তিনি বলেন এখনই উপকূলীয় বহু অঞ্চলের মানুষকে জোঁয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতে হয়, বহুমানুষ জোঁয়ারের সময় তাদের বাড়ি যেতে পারেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বার্তা প্রেরক
আল ইমরান
রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি অ্যাসিস্ট্যান্ট
সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি)